ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যায় বিশ্বে অষ্টম বাংলাদেশ, ২০৪৫ সালে হতে পারে সপ্তম: বিশেষজ্ঞদের সতর্কতা

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 12 November 2026, 04:58 PM | বিভাগ: জাতীয়



ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে। ২০৪৫ সালের মধ্যে দেশটি সপ্তম অবস্থানে পৌঁছাতে পারে। সে সময় দেশে ডায়াবেটিস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ২৩ লাখে দাঁড়াতে পারে বলে জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন (আইডিএফ)। রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেরিতে রোগ শনাক্তকরণ, অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস এবং প্রতিরোধযোগ্য জটিলতা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০২৬ উপলক্ষে বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি (বিইএস) উদ্যোগে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মলেনে জানানো হয়, বাংলাদশে ডমেোগ্রাফকি অ্যান্ড হলেথ সার্ভে (বডিএিইচএস) ২০১৭-১৮-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্কদরে মধ্যে ডায়াবটেসিরে হার ৯ দশমকি ২ শতাংশ এবং প্রি-ডায়াবটেসিরে হার ১৩ দশমকি ৩ শতাংশ। এ ছাড়া প্রায় ৬ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক অনর্িণীত ডায়াবটেসিে আক্রান্ত। বডিএিইচএস ২০২২-এর বশি্লষেণে ডায়াবটেসিরে প্রকোপ প্রায় ১৬ থকেে ১৭ শতাংশ বলে উল্লখে করা হয়ছে। আক্রান্ত ব্যক্তদিরে মাত্র এক-তৃতীয়াংশরে মতো রোগ শনাক্ত হয়ছে। অর্থাৎ, রোগ শনাক্তকরণে বড় ধরনরে ঘাটতি রয়ছে।

বশিষেজ্ঞরা বলনে, ডায়াবটেসি নয়িন্ত্রণে ঝুঁকতিে থাকা ব্যক্তদিরে আগভোগে শনাক্ত করা, দ্রুত পরীক্ষা নশি্চতি করা এবং জটলিতা দখো দওেয়ার আগইে চকিৎিসার আওতায় আনা জরুরি।

সংবাদ সম্মলেনে উপস্থতি ছলিনে ঢাকা মডেকিলে কলজেরে এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগরে অধ্যাপক ও বাংলাদশে এন্ডোক্রাইন সোসাইটরি সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা. এম সাইফুদ্দনি, গ্রনি লাইফ মডেকিলে কলজেরে অধ্যাপক ও সোসাইটরি প্রসে ও মডিয়িা সকেরেটোরি অধ্যাপক ডা. তানজনিা হোসনে, বাংলাদশে মডেকিলে বশি্ববদ্যিালয়রে সহযোগী অধ্যাপক ও সোসাইটরি সভাপতি নর্িবাচতি শাহজাদা সলেমি, ঢাকা মডেকিলে কলজেরে এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগরে সহযোগী অধ্যাপক ও সোসাইটরি কোষাধ্যক্ষ ডা. মর্িজা শরফিুজ্জামান এবং বারডমেরে এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগরে বভিাগীয় প্রধান ও সোসাইটরি সভাপতি ডা. ফারয়িা আফসানা।

অধ্যাপক ডা. এম সাইফুদ্দনিরে সঞ্চালনায় অনুষ্ঠতি সংবাদ সম্মলেনে ডায়াবটেসি প্রতরিোধ ও নয়িন্ত্রণে আট দফা সুপারশি তুলে ধরনে বশিষেজ্ঞরা। সুপারশিগুলোর মধ্যে রয়ছে—জাতীয় ডায়াবটেসি ও এন্ডোক্রাইন ইনস্টটিউিট প্রতষ্ঠিা এবং ৫ থকেে ১০ বছর ময়োদি সুনর্িদষ্টি রোডম্যাপ ঘোষণা।

এ ছাড়া ৩৫ বছররে বশেি বয়সী সবার ডায়াবটেসি পরীক্ষার ব্যবস্থা, বএিমআই ২৩ বা তার বশেি কংিবা অন্যান্য ঝুঁকতিে থাকা ব্যক্তদিরে আগভোগে স্ক্রনিংি, উপজলো ও ইউনয়িন পর্যায়ে নয়িমতি ওষুধ, গ্লুকোমটিার ও HbA1c পরীক্ষার সুবধিা নশি্চতি করার দাবি জানানো হয়।

বশিষেজ্ঞরা সব গর্ভবতী নারীর ডায়াবটেসি পরীক্ষা, ইনসুলনিরে সহজপ্রাপ্যতা ও প্রসব-পরবর্তী ফলোআপ নশি্চতি করার ওপরও গুরুত্ব দনে। পাশাপাশি শকিষ্াপ্রতষ্ঠিানে স্বাস্থ্যশকিষ্া, স্কুল ক্যান্টনিে স্বাস্থ্যকর খাবার নীতি, এন্ডোক্রাইনোলজসি্টরে সরকারি পদ সৃষ্টি, প্রশকিষ্ণরে সুযোগ বৃদ্ধি, জাতীয় ডায়াবটেসি রজেসি্ট্রি গঠন এবং গবষেণা জোরদাররে সুপারশি করা হয়।

অনয়িন্ত্রতি ডায়াবটেসি কমাতে লক্ষ্যভত্তিকি চকিৎিসা, রোগীদরে সচতেনতা বৃদ্ধি এবং চকিৎিসকসহ সংশ্লষ্টি স্বাস্থ্যকর্মীদরে সমন্বয়ে নয়িমতি ফলোআপ নশি্চতি করার আহ্বান জানান বশিষেজ্ঞরা।

© 2026 আপনার নডিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।